33743 - কোরবানকিারীর পরবিাররে সদস্যরা যলিহজ্জ মাসরে দশদনি চুল ও নখ কাটতে পারনে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যনি কিোরবানি করবনে তনিি যদি পুরুষ হন সক্ষেত্রে তার স্ত্রী-পুত্রদরে জন্যে যলিহজ্জ মাস শুরু হওয়ার পর চুল কাটা ও নখ কাটা কি জায়যে হবে?

প্রযি় উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

হ্যাঁ; সটো জায়যে। ইতপূির্বে 36567 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করা হয়ছে যে, কোরবানকিারীর জন্য চুল, নখ ও শরীররে চামড়ার কোনো অংশ কাটা হারাম। এ হুকুমটি কোরবানকিারী; অর্থাৎ যনিি কোরবানরি পশুর মালকি তার জন্য খাস।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

“পক্ষান্তরে কোরবানকিারীর পরবিার: তাদরে উপর কোনো কছিু নইে। আলমেগণরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী, তারা চুল কাটা ও নখ কাটার নষিধোজ্ঞার আওতায় নইে। হুকুমটি কোরবানকিারীর জন্য খাস যনিি তার সম্পদ থকেে কোরবানরি পশুটি ক্রয় করছেনে।” [ফাতাওয়া ইসলামযি়্যা (২/৩১৬)]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়া সমগ্রে (১১/৩৯৭) এসছে:

“যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার জন্য বধিান হচ্ছে- তনিি যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দখোর পর থকেে নজিরে চুল, নখ ও চামড়ার কোনো অংশ কাটবনে না; যতক্ষণ না তনিি কোরবানি সম্পন্ন করনে। দললি হচ্ছে একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মে সালামা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দখে এবং তোমাদরে কউে কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যনে তার চুল ও নখ কাটা থকেে বরিত থাক”। সুনানে আবু দাউদ (২৭৯১) ও সহহি মুসলমি (১৯৭৭) এর ভাষ্য হচ্ছে- “কউে যদি জবাই করার জন্য কোনো পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করে তখন সে যনে তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন কর”।

এক্ষেত্রে সে নিজ হাতে জবাই করুক কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দিক উভয়টা সমান। আর যাদের পক্ষ থেকে কোরবানি করা হচ্ছে তাদের জন্য এসব বিধান নেই। যেহেতু এই মর্মে কোন দলিল নেই।"[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (৭/৫৩০) বলেন:

"যাদের পক্ষ থেকে কোরবানি করা হচ্ছে তারা এগুলো কাটলে কোন গুনাহ নেই। দলিল হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। হাদিসের বাহ্যিক মর্ম এটাই। সেটা হচ্ছে- হারাম হওয়াটা যিনি কোরবানি করবেন তার জন্য খাস। এর আলোকে হারাম হওয়া পরিবারের কর্তার জন্য খাস হবে। আর পরিবারের সদস্যদের জন্য হারাম হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুমটাকে কোরবানকারীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এর (বিপরীত) মর্মার্থ হচ্ছে- যাদের পক্ষ থেকে কোরবানি করা হচ্ছে তাদের জন্য এ হুকুম সাব্যস্ত নয়।

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে কোরবানি করতেন। কিন্তু এমন কোন বর্ণনা আসেনি যে, তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, 'তোমরা তোমাদের চুল, নখ ও চামড়ার কোন অংশ কেটো না'। যদি এগুলো করা তাদের জন্য হারাম হত তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে নিষেধ করতেন। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।"[সমাপ্ত]